পঁচাত্তরপরবর্তী সামরিক বাহিনীতে হত্যাকাণ্ড নিয়ে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী

পঁচাত্তরপরবর্তী সামরিক বাহিনীতে হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ওই সময় জেলখানায় যেসব ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তার তথ্য পাওয়া যাবে। আমরা খুঁজে বের করব। এ ছাড়া সে সময় ফায়ারিং স্কোয়াডে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদেরও খোঁজ নেওয়া হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে বুধবার বিকাল ৪টায় সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

১৫ আগস্টে স্বজন হারানো পরিবারগুলোকে মামলা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এ সময় আরও বলেন, আমার বাবা-মা-ভাইসহ পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডে আমি মামলা করতে পারিনি। মামলা করতে দেওয়া হয়নি।

কপ-২৬ সম্মেলন এবং যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স সফর নিয়ে অবহিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সংবাদ সম্মেলনে আসেন। সম্মেলনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সফরের ওপর সাধারণ আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে তার সদ্যসমাপ্ত সফর সম্পর্কে গণমাধ্যমকে অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী ৩১ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত গ্লাসগো, লন্ডন ও প্যারিসে সরকারি সফরকালে কপ-২৬ এ বিশ্বনেতাদের শীর্ষ সম্মেলন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন ২০২১, ইউনেস্কো সদরদপ্তরে সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, ইউনেস্কোর ৪১তম সাধারণ সম্মেলন, প্যারিস শান্তি ফোরাম, ইউনেস্কোর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

পিকে হালদারসহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে সাত মামলা অনুমোদন

ব্যাংক ও আর্থিক খাত থেকে হাজার কোটি টাকা লোপাট করে বিদেশে পলাতক পিকে হালদার (প্রশান্ত কুমার হালদার) ও তার ২৯ সহযোগীর বিরুদ্ধে আরও ৩২০ কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে পৃথক সাতটি মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রোববার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে মামলার অনুমোদন দেওয়া হয়। সংস্থাটির জনসংযোগ সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

জানা যায়, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ হাশেম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রাশেদুলসহ ২৯ জনকে মামলাগুলোতে আসামি করা হয়েছে।

মামলার প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও বোর্ডের সদস্যরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে জাল রেকর্ডপত্র তৈরি করেন আসামিরা।

তারা অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ঋণ পেতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন এবং ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে প্রায় ৩২০ কোটি টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন বলে দুদকের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে।

আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ সালের ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ১০৯ ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে পৃথক সাতটি মামলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

গত ১০ নভেম্বর ৪২৬ কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পি কে হালদারসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন দেয় দুদক। অনুমোদিত চার্জশিটে আরও রয়েছেন, পি কে হালদারের মা লীলাবতী হালদার, বান্ধবী অবন্তিকা বড়াল, শংখ বেপারী, সুকুমার

মৃধা, অনিন্দিতা মৃধা, পূর্ণিমা রানী হালদার, উত্তম কুমার মিস্ত্রি, অমিতাভ অধিকারী, প্রিতিশ কুমার হালদার, রাজিব সোম, সুব্রত দাস, অনঙ্গ মোহন রায় ও স্বপন কুমার মিস্ত্রি।

২০২০ সালের ৮ জানুয়ারি প্রায় ২৭৫ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন সংস্থাটির সহকারী পরিচালক মামুনুর রশীদ চৌধুরী। এখন চার্জশিটে আসামির সংখ্যা আরও যুক্ত হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, পিকে হালদার বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসা ও অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ২৭৪ কোটি ৯১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৫৫ টাকার অবৈধ সম্পদ নিজ দখলে রেখেছেন। যা দুদক আইন, ২০০৪ এর ২৭ (১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ওই অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস, প্রকৃতি, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উৎস গোপন বা আড়াল করতে স্থানান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তর করে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধ করেছেন।

ক্যাসিনো অভিযানের ধারাবাহিকতায় পি কে হালদারের বিরুদ্ধে প্রায় তিন হাজার ৬০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ ওঠে। দুর্নীতির সংশ্লিষ্টতায় এ পর্যন্ত ৮৩ ব্যক্তির প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ আদালতের মাধ্যমে ফ্রিজ করেছে দুদক।

বিচারক কামরুন্নাহারকে আদালতে না বসার নির্দেশ

ধর্ষণের ৭২ ঘণ্টা পর মামলা না নেওয়া সংক্রান্ত বিচারিক আদালতের পর্যবেক্ষণের জেরে ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ৭-এর বিচারক বেগম মোসা. কামরুন্নাহারের বিচারিক ক্ষমতা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে এই বিচারককে রোববার সকাল থেকে আর আদালতে না বসার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

সুপ্রিমকোর্টের মুখপাত্র ও স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান রোববার সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

এতে বলা হয়, সুপ্রিমকোর্টের জ্যেষ্ঠ বিচারকদের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

‘তার সকল বিচারিক ক্ষমতা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে তাকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট হতে অদ্য ৯:৩০ ঘটিকায় আইন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।’

এর আগে গত ১১ নভেম্বর দুই শিক্ষার্থী ধর্ষণের মামলার রায় ঘোষণার পর পর্যবেক্ষণে আদালত পুলিশের উদ্দেশে এ পরামর্শ দেন। ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ৭-এর বিচারক বেগম মোসা. কামরুন্নাহারের আদালত আলোচিত এ মামলার রায় দেন। আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদের ছেলে সাফাত আহমেদসহ পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বিচারক তাদের খালাস দেন।

রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক বলেন, মামলার দুই ভিকটিম আগে থেকেই সেক্সুয়াল কাজে অভ্যস্ত। তারা স্বেচ্ছায় হোটেলে গেছেন। সেখানে গিয়ে সুইমিং করেছেন। ঘটনার ৩৮ দিন পর তারা বললেন, ‘আমরা ধর্ষণের শিকার হয়েছি’। অহেতুক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রভাবিত হয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছেন। এতে আদালতের ৯৪ কার্যদিবস নষ্ট হয়েছে। এর পর থেকে পুলিশকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। এ ছাড়া ধর্ষণের ৭২ ঘণ্টা পর যদি কেউ মামলা করতে যায়, তা না নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

আলোচিত ওই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, আমি উনার রায়ের বিষয়বস্তু নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। অবজারভেশনে (৭২ ঘণ্টা পর পুলিশ যেন কোনো ধর্ষণ মামলার এজাহার না নেয়) উনি যে বক্তব্য দিয়েছেন, এ সম্পর্কে আমি বলতে পারি— এটি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অসাংবিধানিক। এ কারণে আগামীকাল (রোববার) প্রধান বিচারপতির কাছে বিচারক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন নিয়ে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সে জন্য একটি চিঠি লিখছি। এ বিষয়ে ওই বিচারককে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

অশান্তির আগুন জ্বলছে বিএনপির ঘরে: ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, অশান্তির আগুন দেশে নয়, অশান্তির আগুন জ্বলছে এখন বিএনপির আপন ঘরে।

‘দেশে অশান্তির আগুন জ্বলছে’ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন মন্তব্যের তিনি এ কথা বলেন।

শনিবার সকালে তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেতারা দেশের কোথাও শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না, দেশের সর্বত্র নাকি অশান্তির আগুন দেখতে পাচ্ছেন।

‘আসলে এ আগুন বিএনপির ক্ষমতা ফিরে পাওয়ায় আগুন, এ আগুন আন্দোলন-নির্বাচনে ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত হতাশার আগুন।’

তিনি বলেন, দেশের মানুষের চোখের ও মনের ভাষা যারা বুঝে না, যারা ভোগের এবং বিলাসিতার বাহন মনে করে তাদের বুকেই জ্বলছে অশান্তির দহন।

বিএনপি ক্ষমতার লোভে চরম অশান্তিতে আছে, আছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতায় ও অস্থিরতায় বলেও মনে করেন ওবায়দুল কাদের।

বিএনপি নেতাদের রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যে প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, নির্বাচন এলে বাঘা বাঘা নেতাদের নিয়ে ঐক্য দেশবাসী দেখেছে, এসব ঐক্য কাগজেই সীমাবদ্ধ।

তিনি বলেন, নেতায় নেতায় ঐক্য দিয়ে কী লাভ? আওয়ামী লীগ এসবকে ভয় পায় না, ভয় দেখিয়ে লাভ নাই।

সেতুমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে জনগণ শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির রাজনীতিকেই বেছে নেবে ইনশাআল্লাহ।

আওয়ামী লীগ প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, জন্মলগ্ন থেকে এ দেশে প্রতিহিংসার রাজনীতি

বিএনপিই চর্চা করে আসছে।

প্রতিহিংসা, ষড়যন্ত্র আর সন্ত্রাসের ওপর বিএনপির রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত বলেও উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের।

বিএনপি এখন টিকে আছে ভার্চুয়াল জগতে এমন দাবি করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ হিংসা নয়, আওয়ামী লীগ সহিষ্ণুতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আর ধর্মের ওপর ভর করে ক্ষমতায় যেতে চায় বিএনপি।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, জনগণ বিএনপির অপরাজনীতি সম্পর্কে সচেতন, আর সেজন্যই তারা পদে পদে ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ডিসেম্বরে

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন জানিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিকের ৩২ হাজার ৭০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (১০ নভেম্বর) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানানো হয়।

গতকাল মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ নিয়োগ সম্পন্ন হলে শিক্ষকরা আরও স্বাচ্ছন্দে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে পারবে।

মো. জাকির হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার যথার্থ শিক্ষার জন্য মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ, ইংরেজিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতা গ্রহণ এবং গণিতের জন্য গণিত অলিম্পিয়াড

চালু করেছে।

পাশাপাশি বছরের প্রথমদিন সব শিশুকে নতুন বই ও উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। জরাজীর্ণ ভবনের পরিবর্তে নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হচ্ছে।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ফ্রান্স বাংলাদেশের পাশে থাকবে: ম্যাক্রোঁ

দীর্ঘদিন ধরে বয়ে চলা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের পাশে জোরালোভাবে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ফ্রান্স। স্থানীয় সময় বুধবার প্যারিস সফররত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে এ আশ্বাস দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

এ তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন। তিনি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্যারিস সফরে আছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর আমন্ত্রণে সে দেশে সরকারি সফরে আছেন প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীরা।

দুই নেতার বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্যারিসের হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন। বলেন, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ যে দাবি করে আসছে তাতে জোরালো সমর্থন দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, আমরা সিরিয়াসলি আপনাদের সঙ্গে থাকব এবং রোহিঙ্গা সঙ্কটের যেন সমাধান হয়, সেজন্য আমরা জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য হিসেবে সেখানে ভূমিকা রাখব।
রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাবের ‘পরিবর্তন’ আসার কথা শেখ হাসিনা-ম্যাক্রোঁর বৈঠকে

তুলে ধরা হয়। এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা বললাম যে ইদানিং একটা পরিবর্তন এসেছে। আসিয়ান বলেছে তোমরা দ্বিপক্ষীয়ভাবে সমস্যার সমাধান কর। আমরা (ফ্রান্সকে) বললাম আপনারা এটা নিরাপত্তা পরিষদে নিয়ে আসেন।… তারা বলেছে এইটা তারা দেখভাল করবে।”

মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ তাদের জরুরি চিকিৎসা খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে ২০১৭ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করেছে। সেটি আজও বাস্তবায়ন করেনি। এমতাবস্থায় মিয়ানমারের জান্তা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বলে আসছে বাংলাদেশ।

এদিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের যে সুবিধা সরকার করে দিয়েছে, তার সুযোগ নিতে ফরাসি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ফরাসি বিনিয়োগ এখনও তার বৈশ্বিক বিনিয়োগের তুলনায় কম।

আমি ফরাসি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগগুলো সরাসরি প্রত্যক্ষ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
ফ্রান্সে এমইডিইএফ ইন্টারন্যাশনালের ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বুধবার এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক সংযোগ কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য কাজ করছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি।’

পদ্মা সেতুর পিচ ঢালাইয়ের কাজ শুরু

পদ্মা সেতুর সড়ক পথের কার্পেটিং (বিটুমিনাস ওয়ার্ক) শুরু হয়েছে। বুধবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিট থেকে এ কাজ শুরু হয় বলে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু নাসের টিপু জানিয়েছেন।

তিনি জানান, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকাল থেকেই এ কাজ মনিটর করছেন। এর মাধ্যমে পদ্মা সেতুতে লক্ষ্য অর্জনের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যমতে, ইতোমধ্যে মূল সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ৯৫ শতাংশ। প্রায় ৮৯ শতাংশ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে। আর নদী শাসন কাজের অগ্রগতি হয়েছে ৮৬ শতাংশ। মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে সংযোগ সড়কের কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

আগামী বছরের জুন মাসের আগেই পদ্মা সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

পদ্মা সেতুপথের কার্পেটিং বা পিচ ঢালাইয়ের কাজ ৪০ নম্বর খুঁটির কাছে শুরু হয়। চার লেনের সেতুটির মাঝখানে ডিভাইডার দেওয়া আছে। তাই পশ্চিম প্রান্তে এ কার্পেটিং শুরু হচ্ছে।

এর আগে পরীক্ষামূলকভাবে সেতুর ৪০ নম্বর খুঁটির কাছে ৬০ মিটার অংশে কার্পেটিং হয়েছিল। এরপর থেকেই মুন্সীগঞ্জের দিকে কার্পেটিং এগোতে থাকবে। এই কাজকে ঘিরে গেল ২০ অক্টোবর পানিপ্রতিরোধী প্রলেপ (ওয়াটারপ্রুফ লেয়ার) দেওয়া হয়েছে।

সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে

সিনহার ১১ বছরের কারাদণ্ড

সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বিরুদ্ধে করা ঋণ জালিয়াতি মামলায় ১১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলম এ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ে ২ ধারায় সাবেক প্রধান বিচারপতিকে ১১ বছরের কারাদণ্ড ও মামলার বাকি আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।

এর আগে এ মামলার সাত আসামির উপস্থিতিতে রায় পড়া শুরু করেন বিচারক।

কণ্ঠশিল্পী আসিফের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের আদেশ আজ

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবরের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে দায়ের হওয়া মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশ দেওয়া হবে আজ। সোমবার রাষ্ট্রপক্ষ থেকে অভিযোগ গঠনের শুনানি করা হয়েছে।

এদিন ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আস-সামছ জগলুল হোসেনের ট্রাইব্যুনালে মামলাটির অভিযোগ গঠন নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ শুনানি করে। অপরদিকে, শিল্পী আসিফের আইনজীবী মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দিতে আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত এ বিষয়ে আদেশের জন্য মঙ্গলবার দিন ধার্য করেন।

আদালত সূত্র জানায়, গত ৪ জুন সন্ধ্যায় গীতিকার, সুরকার ও গায়ক শফিক বাদী হয়ে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় মামলাটি করেন। ৫ জুন রাতে আসিফকে তার মগবাজারের অফিস থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মামলায় আসিফ ছাড়াও আরও অজ্ঞাত চার-পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ১ জুন রাত ৯টার দিকে একটি বেসরকারি চ্যানেলের ‘সার্চ লাইট’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মামলার বাদী (শফিক তুহিন) জানতে পারেন, আসিফ অনুমতি ছাড়াই তার সংগীতকর্মসহ অন্য গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীদের ৬১৭টি গান সবার অজান্তে বিক্রি করেছেন।

পরে তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করে জানতে পারেন, আসিফ তার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আর্ব এন্টারটেইনমেন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গানগুলো ডিজিটাল রূপান্তর করে প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছেন।

এরপর মামলার বাদী ২ জুন রাতে অনুমোদন ছাড়া গান বিক্রির বিষয়টি উল্লেখ করে তার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট দেন। বাদীর ওই পাস্টের নিচে আসিফ অশালীন মন্তব্য ও হুমকি দেন। পরের দিন ১০টার দিকে আসিফ তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লাইভে আসেন। লাখ লাখ মানুষ তার লাইভে আসেন।

লাইভে বাদীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর, অশালীন ও মিথ্যা বক্তব্য দেন। আসিফ লাইভে বাদীকে শায়েস্তা করবেন বলেও হুমকি দেন। একই সঙ্গে ভক্তদের উদ্দেশে বলেন, শফিক তুহিনকে (বাদী) যেখানেই পাবেন, সেখানেই প্রতিহত করবেন। আসিফের ওই বক্তব্যের পর তার ভক্তরাও ফেসবুকে শফিক তুহিনকে হুমকি দেন।

পরিবহণ ধর্মঘটের শান্তিপূর্ণ সমাধান আসছে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ডিজেল আর কেরোসিনের দাম বাড়ানো হয়েছে। রোববারের বিআরটিএ’র ভাড়া পুনর্নির্ধারণ কমিটির বৈঠক থেকে পরিবহণ ধর্মঘটের বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধান আসবে।

শুক্রবার বিকালে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ষড়যন্ত্র করে নয়, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েই বারবার ক্ষমতায় আসছে আওয়ামী লীগ। তাই এই দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কোনো লাভ হবে না। নেতাকর্মীরাই আওয়ামী লীগের শক্তি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, তৃণমূলের কারণেই আজ আওয়ামী লীগ শক্তিশালী দল। বাংলাদেশ সব ধর্মের মানুষের উলেখ করে তিন বলেন, সব সাম্প্রদায়িক হামলার মুখোশ উন্মোচন করা হচ্ছে। দেশ থেকে সাম্প্রদায়িক সব অপশক্তি দূর করা হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এদিকে কোনো আলোচনা ছাড়াই জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ পরিবহণ মালিক সমিতির নেতাকর্মীরা। বুধবার রাতে প্রতি লিটার ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য ৬৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮০ টাকা করা হয়। প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও লরিচালক-মালিকরা গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন বাসচালক-মালিকরাও।

ডিজেল ও করোসিনের দাম লিটারে ১৫ টাকা বৃদ্ধি করায় দেশে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। ক্ষোভ প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে পরিবহণ মালিক-শ্রমিকরা সারা দেশে ধর্মঘট শুরু করেছেন ভাড়া বৃদ্ধির দাবি নিয়ে।

এ অবস্থায় ডিজেল ও করোসিনের দাম কেন বাড়ানো হয়েছে- সেটির ব্যাখ্যা দিয়েছে সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। ব্যাখ্যায় বলা হয়, সার্বিক প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকার গত ৪ নভেম্বর থেকে দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করেছে। যদিও আশেপাশের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডিজেলের মূল্য এখনও কম। গত ৩ নভেম্বর ভারতের কলকাতায় ডিজেলের মূল্য ছিল ১০১.৫৩ রুপি/লিটার বা ১২৪.৩৭ টাকা। তেলের ভেজালরোধে কেরোসিনের মূল্য ডিজেলের সমান রাখা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পেলে সরকার পুনরায় ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।